চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়

রাজসূয় যজ্ঞে শিশুপাল উদ্ধার

কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ রাজসূয় যজ্ঞে অগ্রপূজার সম্মান গ্রহণ করেছিলেন এবং কিভাবে তিনি শিশুপালকে বধ করেছিলেন এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করার পর, রাজা যুধিষ্ঠির, ভরদ্বাজ, গৌতম ও বশিষ্ঠের মতো উপযুক্ত গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণকে রাজসূয় যজ্ঞের পুরোহিত রূপে নির্বাচিত করলেন। অতঃপর চতুঃবর্ণের সকল শ্রেষ্ঠ অতিথিগণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান দর্শন করার জন্য আগমন করলেন।

যজ্ঞ শুরু হলে "অগ্রপূজার" আচার সম্পাদনের জন্য, কে এই সম্মান গ্রহণ করবেন সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সমবেত সদস্যদের আহ্বান জানান হল। সহদেব বললেন, "পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, কারণ তিনি স্বয়ং বৈদিক যজ্ঞে পূজিত সকল বিগ্রহের মূল স্বরূপ। হৃদয়ে পরমাত্মা রূপে তাঁর ভূমিকায় তিনি ব্রহ্মাণ্ডের সকলের জন্য নির্দিষ্ট ধরনের কর্মে যুক্ত হওয়ার আয়োজন করেন এবং তাঁর কৃপা দ্বারা কেবলমাত্র মনুষ্যগণই বিভিন্ন ধরনের পুণ্য কর্মের অনুষ্ঠান করে তার কল্যাণকর ফল গ্রহণে সমর্থ হতে পারে। যে তাঁকে পূজা করে সে সকল জীবেরই পূজা করে। তাই নিশ্চিতরূপে ভগবান কৃষ্ণেরই অগ্র পূজা হওয়া উচিত।"

সভার প্রায় সকলেই সহদেবের প্রস্তাবে সম্মত হলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে তাকে অভিনন্দিত করলেন। তাই রাজা যুধিষ্ঠির আনন্দের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করলেন। তাঁর পাদদ্বয় ধৌত করার পর, রাজা সেই জল গ্রহণ করলেন এবং তার নিজের মাথায় ছিটিয়ে দিলেন এবং তার পত্নীগণ, কনিষ্ঠ ভ্রাতাগণ, ও আত্মীয়বর্গও তাদের মাথায় জল সিঞ্চন করলেন। তখন প্রত্যেকে "জয় হোক", "জয় হোক" ধ্বনি দিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম নিবেদন করার পরে আকাশ থেকে পুষ্পবর্ষণ হতে লাগল।

কিন্তু, শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের এই পূজা ও মহিমা কীর্তন সহ্য করতে পারল না। সে তার আসন থেকে উঠে শ্রীকৃষ্ণকে অগ্র-পূজা করার জন্য বয়স্ক জ্ঞানীগণকে কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করল। সে বলল "এই কৃষ্ণ বৈদিক সামাজিক ও পারমার্থিক পরম্পরার পন্থা ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সমাজের বহির্ভূত। সে ধর্মের কোন নীতি অনুসরণ করে না এবং তার কোন ভাল গুণ নেই।"

শিশুপাল এইভাবে তাঁকে ক্রমাগত নিন্দা করতে থাকলেও শ্রীকৃষ্ণ মৌন রইলেন। কিন্তু সভার অনেক সদস্যই তাদের কর্ণকে আচ্ছাদিত করলেন এবং দ্রুত সভা ত্যাগ করলেন, আর তখন পাণ্ডব ভ্রাতাগণ তাদের অস্ত্র উদ্যত করে শিশুপালকে হত্যার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাদের নিবারিত করলেন কিন্তু পরিবর্তে অপরাধীর শিরচ্ছেদ করার জন্য তাঁর সুদর্শন চক্রকে ব্যবহার করলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে এক আলোকরশ্মি শিশুপালের মৃতদেহ থেকে বেরিয়ে শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় দেহে প্রবেশ করল। তিন জন্ম ভগবানের শত্রুরূপে জীবন যাপন করার পর শিশুপাল এখন নিরন্তর তাঁর চিন্তা করার জন্য, তাঁর মধ্যে মিশে গিয়ে সাযুজ্য মুক্তি লাভ করল।

রাজা যুধিষ্ঠির তখন সভার মাননীয় অতিথি এবং পুরোহিতদের প্রচুর উপহার প্রদান করলেন এবং অবশেষে তিনি প্রায়শ্চিত্ত হোম নামক শুদ্ধি আহুতি সম্পাদন করলেন যা যজ্ঞকালীন ভ্রান্তিসমূহকে খণ্ডন করে। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ সম্পূর্ণ হলে ভগবান কৃষ্ণ রাজার কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে তাঁর পত্নী ও মন্ত্রীগণসহ দ্বারকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

রাজা যুধিষ্ঠিরের ঐশ্বর্যের সমৃদ্ধি প্রকাশ দর্শন করে, এছাড়াও প্রত্যেকেই আনন্দের সঙ্গে রাজসূয় যজ্ঞের ও যজ্ঞেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মহিমার প্রশংসা করায়, দুর্যোধন তা সহ্য করতে পারল না।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

এবং যুধিষ্ঠিরো রাজা জরাসন্ধবধং বিভোঃ ।
কৃষ্ণস্য চানুভাবং তং শ্রুত্বা প্রীতস্তমব্রবীৎ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **যুধিষ্ঠিরঃ**—যুধিষ্ঠির; **রাজা**—রাজা; **জরাসন্ধ-বধম্**—জরাসন্ধ বধ; **বিভোঃ**—সর্বশক্তিমানের; **কৃষ্ণস্য**—শ্রীকৃষ্ণ; **চ**—এবং; **অনুভাবম্**—প্রভাব দর্শন; **তম**—তা; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **প্রীতঃ**—সন্তুষ্ট; **তম্**—তাঁকে; **অব্রবীৎ**—তিনি বললেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে জরাসন্ধ বধ ও সর্বশক্তিমান কৃষ্ণের অপূর্ব প্রভাব শ্রবণ করে, রাজা যুধিষ্ঠির অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ভগবানকে এইভাবে বললেন।

শ্লোক ২

শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ

যে স্যুস্ত্রৈলোক্যগুরবঃ সর্বে লোকাঃ মহেশ্বরাঃ ।
বহন্তি দুর্লভং লব্ধা শিরসৈবানুশাসনম্ ॥ ২ ॥

শ্রীযুধিষ্ঠিরঃ উবাচ—শ্রীযুধিষ্ঠির বললেন; **যে**—যে; **স্যুঃ**—সেখানে; **ত্রৈ-লোক্য**—ত্রিভুবনের; **গুরবঃ**—পারমার্থিক গুরুগণ; **সর্বে**—সকল; **লোকাঃ**—গ্রহের অধিবাসীগণ; **মহা-ঈশ্বরাঃ**—এবং মহানিয়ন্ত্রক দেবতাগণ; **বহন্তি**—তারা বহন করেন; **দুর্লভম্**—দুর্লভ; **লব্ধা**—প্রাপ্ত; **শিরসা**—তাদের মস্তকে; **এব**—বস্তুত; **অনুশাসনম্**—(আপনার) আদেশ।

অনুবাদ

শ্রীযুধিষ্ঠির বললেন—ত্রিলোকের সকল শ্রেষ্ঠ পারমার্থিক গুরুগণসহ বিভিন্ন গ্রহের অধিবাসীগণ ও লোকপালগণ দুর্লভ লব্ধা আপনার নির্দেশ তাদের মস্তকে বহন করেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বক্তব্যকে এইভাবে বর্ণনা করছেন, "হে সচ্চিদানন্দঘন কৃষ্ণ, লোকপতি ব্রহ্মা, দেবাদিদেব শিব, দেবরাজ ইন্দ্রসহ এই ত্রিজগতের লোকপালরা আপনার আদেশ গ্রহণ করে তা পালনের জন্য সর্বদাই আগ্রহী এবং যখনই আপনার আদেশ লাভের সৌভাগ্য হয়, তারা তৎক্ষণাৎ ঐ আদেশ শিরোধার্য করে মনে প্রাণে তা গ্রহণ করে।"

শ্লোক ৩

স ভবানরবিন্দাক্ষো দীনানামীশমানিনাম্ ।
ধত্তেঽনুশাসনং ভূমংস্তদত্যন্তবিড়ম্বনম্ ॥ ৩ ॥

সঃ—তিনি; **ভবান্**—আপনি; **অরবিন্দ-অক্ষঃ**—কমল নয়ন ভগবান; **দীনানাম্**—দীনগণের; **ঈশ**—শাসক; **মানিনাম্**—যিনি তাদের মেনে নিয়ে; **ধত্তে**—নিজের উপর গ্রহণ করেন; **অনুশাসনম্**—আদেশ; **ভূমন্**—হে ভূমন; **তৎ**—সেই; **অত্যন্ত**—অত্যন্ত; **বিড়ম্বনম্**—ছল।

অনুবাদ

হে ভূমন, সেই আপনি, কমললোচন ভগবান, যারা নিজেদের শাসকরূপে মনে করে সেই দীন, মূর্খগণের আদেশ স্বীকার করেন যা আপনার পক্ষে এক পরম ছল মাত্র।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "(যুধিষ্ঠির বললেন) হে কৃষ্ণ, আপনি অসীম, এবং যদিও আমরা কখনও কখনও নিজেদের বিশ্বের শাসক ও নৃপতি মনে করি এবং আমাদের তুচ্ছ রাজপদের জন্য গর্ব অনুভব করি, তবুও হৃদয়ে আমরা অত্যন্ত দীন। প্রকৃতপক্ষে, আমরা আপনার দ্বারা শাস্তি লাভের যোগ্য কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে আমাদের দণ্ডদানের পরিবর্তে আপনি কৃপা করে আমাদের নির্দেশ গ্রহণ করে, তা যথাযথভাবে পালন করেন। হে ভগবান, অন্যান্যরা বিস্মিত হয় যে আপনি একজন সাধারণ মানুষের মতো ক্রীড়া করছেন, কিন্তু আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি যে ঠিক একজন নটের মতো আপনি এই সমস্ত কার্যাবলীর অভিনয় করছেন।"

শ্লোক ৪

ন হ্যেকস্যাদ্বিতীয়স্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ।
কর্মভির্বর্ধতে তেজো হ্রসতে চ যথা রবেঃ ॥ ৪ ॥

ন—না; **হি**—বস্তুত; **একস্য**—এক; **অদ্বিতীয়স্য**—দ্বিতীয় ব্যতীত; **ব্রহ্মণঃ**—পরম ব্রহ্ম; **পরম-আত্মনঃ**—পরমাত্মা; **কর্মভিঃ**—আচরণ দ্বারা; **বর্ধতে**—বর্ধিত; **তেজঃ**—শক্তি; **হ্রসতে**—হ্রাস প্রাপ্ত হয়; **চ**—এবং; **যথা**—যেমন; **রবেঃ**—সূর্যের।

অনুবাদ

কিন্তু অবশ্যই অদ্বিতীয় পরমাত্মা, পরম ব্রহ্মের শক্তির, তার কার্যের দ্বারা কোন হ্রাস বৃদ্ধি হয় না, ঠিক যেমন সূর্যের গতিবেগ দ্বারা তার শক্তির কোন তারতম্য হয় না।

তাৎপর্য

কৃষ্ণ গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "(রাজা যুধিষ্ঠির বললেন,) যেমন উদয় ও অস্ত উভয় সময়ই সূর্যের উত্তাপ সমান, তেমনি সূর্যের মতই স্বরূপতঃ আপনি সর্বদাই মহান। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মধ্যবর্তীকালীন আমরা বিভিন্ন তাপমাত্রা অনুভব করি, কিন্তু স্বয়ং সূর্যের তাপমাত্রার কখনও পরিবর্তন হয় না। আপনি গুণাতীত ও স্থিতধী, তাই কোন জড় জাগতিক অবস্থায় আপনি তুষ্ট নন, আবার আপনি অসন্তুষ্টও নন। আপনি পরম ব্রহ্ম, আপনি পরমেশ্বর ভগবান, আপনি সকল দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে—অদ্বয় তত্ত্ব।"

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বৈদিক মন্ত্র থেকে একটি একই ধরনের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন—*ন কর্মণা বর্ধতে নো কনীয়ান্ (শতপথ ব্রাহ্মণ ১৪/৭/২/২৮, তৈত্তিরিয় ব্রাহ্মণ ৩/১২/৯/৭ এবং বৃহদ-আরণ্যক উপনিষদ ৪/৪/২৩)* "তিনি তাঁর

কার্যকলাপ দ্বারা বর্ধিত হন না, তিনি হ্রাসপ্রাপ্তও হন না।" এখানে যেমন রাজা যুধিষ্ঠির বর্ণনা করেছেন, ভগবান হচ্ছেন অদ্বিতীয়। অন্য কোন জীবই তাঁর এই পরম অবস্থার অন্তর্ভুক্ত নন এবং এটি কেবলমাত্র তাঁর অহৈতুকী কৃপা যে তিনি যুধিষ্ঠির মহারাজের মতো তাঁর একজন শুদ্ধ-ভক্তের নির্দেশ পালন করতে সম্মত হয়েছেন। এতে নিশ্চিতভাবে পরমেশ্বর ভগবানের মর্যাদার কোন হানি হয় না যখন তিনি এইভাবে তাঁর শরণাগত ভক্তবৃন্দকে তাঁর অহৈতুকী কৃপা প্রদান করেন।

শ্লোক ৫

ন বৈ তেঽজিত ভক্তানাং মমাহমিতি মাধব ।
ত্বং তবেতি চ নানাধীঃ পশূনামিব বৈকৃতী ॥ ৫ ॥

ন—না; **বৈ**—বস্তুত; **তে**—আপনার; **অজিত**—হে অজিত; **ভক্তানাম্**—ভক্তবৃন্দের; **মম অহম্ ইতি**—"আমি" এবং "আমার"; **মাধব**—হে কৃষ্ণ; **ত্বম তব ইতি**—"আপনি" এবং "আপনার"; **চ**—এবং; **নানা**—বিবিধ; **ধীঃ**—মানসিকতা; **পশূনাম্**—পশুগণের; **ইব**—যেন; **বৈকৃতী**—বিকৃত।

অনুবাদ

হে অজিত, হে মাধব, আপনার ভক্তবৃন্দও "আমি" ও "আমার", "আপনি" ও "আপনার" এই ধরনের ভেদ করেন না, কারণ এটি পশুদের বিকৃত মানসিকতা।

তাৎপর্য

একজন সাধারণ মানুষ ভাবে, "আমি কত আকর্ষণীয়, বুদ্ধিমান ও সম্পদশালী যে জনগণ আমি যা চাই তাই করে এবং কেবল আমার সেবা করে। আমি কেন অন্য কাউকে মান্য করব?" এই গর্বিত ভেদবুদ্ধি পশুদের মধ্যেও পাওয়া যায়, যারা শ্রেষ্ঠতার জন্য একে অপরের সঙ্গে লড়াই করে। এই ধরনের মানসিকতা উন্নত ভক্তবৃন্দের মনে দৃষ্টি আকর্ষণীয়ভাবে অনুপস্থিত এবং এটি নিশ্চিতরূপে বিনয়ী, সর্বজ্ঞ হৃদয়ের পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যেও অনুপস্থিত।

শ্লোক ৬

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুক্ত্বা যজ্ঞিয়ে কালে বব্রে যুক্তান্ স ঋত্বিজঃ ।
কৃষ্ণানুমোদিতঃ পার্থো ব্রাহ্মণান্ ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **উক্ত্বা**—বলে; **যজ্ঞিয়ে**—যজ্ঞের জন্য যথার্থ; **কালে**—সময়ে; **বব্রে**—মনোনিত করলেন; **যুক্তান্**—উপযুক্ত; **সঃ**—তিনি; **ঋত্বিজঃ**—যাজ্ঞিক পুরোহিত; **কৃষ্ণ**—ভগবান কৃষ্ণের দ্বারা; **অনুমোদিতঃ**—অনুমোদিত; **পার্থঃ**—পৃথার পুত্র (যুধিষ্ঠির); **ব্রাহ্মণান্**—ব্রাহ্মণগণ; **ব্রহ্ম**—বেদের; **বাদিনঃ**—দক্ষ তত্ত্ববেত্তা।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে বলে রাজা যুধিষ্ঠির যজ্ঞের জন্য হাতে থাকা যথার্থ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। অতঃপর ভগবান কৃষ্ণের অনুমতি নিয়ে যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য দক্ষ বেদ-তত্ত্ববিদ্ সকলকে তিনি যোগ্য পুরোহিতরূপে নির্বাচিত করলেন।

তাৎপর্য

মহান *ভাগবত* ভাষ্যকার শ্রীধর স্বামী বর্ণনা করছেন যে যজ্ঞের জন্য যথার্থ সময় এখানে বসন্ত কাল ছিল।

শ্লোক ৭-৯

দ্বৈপায়নো ভরদ্বাজঃ সুমন্তুর্গৌতমোঽসিতঃ ।
বৈসিষ্ঠশ্চ্যবনঃ কণ্বো মৈত্রেয়ঃ কবষস্ত্রিতঃ ॥ ৭ ॥
বিশ্বামিত্রো বামদেবঃ সুমতির্জৈমিনিঃ ক্রতুঃ ।
পৈলঃ পরাশরো গর্গো বৈশম্পায়ন এব চ ॥ ৮ ॥
অথর্বা কশ্যপো ধৌম্যো রামো ভার্গব আসুরিঃ ।
বীতিহোত্রো মধুচ্ছন্দা বীরসেনোঽকৃতব্রণঃ ॥ ৯ ॥

দ্বৈপায়নঃ ভরদ্বাজঃ—দ্বৈপায়ন (বেদব্যাস) এবং ভরদ্বাজ; **সুমন্তুঃ গৌতমঃ অসিতঃ**—সুমন্তু, গৌতম এবং অসিত; **বসিষ্ঠঃ চ্যবনঃ কণ্বঃ**—বশিষ্ঠ, চ্যবন ও কণ্ব; **মৈত্রেয়ঃ কবষঃ ত্রিতঃ**—মৈত্রেয়, কবষ এবং ত্রিত; **বিশ্বামিত্রঃ বামদেবঃ**—বিশ্বামিত্র ও বামদেব; **সুমতিঃ জৈমিনিঃ ক্রতুঃ**—সুমতি, জৈমিনি এবং ক্রতু; **পৈলঃ পরাশরঃ গর্গঃ**—পৈল, পরাশর এবং গর্গ; **বৈশম্পায়নঃ**—বৈশম্পায়ন; **এব চ**—ও; **অথর্বা কশ্যপঃ ধৌম্যঃ**—অথর্বা, কাশ্যপ এবং ধৌম্য; **রামঃ ভার্গবঃ**—পরশুরাম, ভৃগুর বংশধর; **আসুরিঃ**—আসুরি; **বীতিহোত্রঃ মধুচ্ছন্দাঃ**—বীতিহোত্র ও মধুচ্ছন্দা; **বীরসেনঃ অকৃতব্রণঃ**—বীরসেন ও অকৃতব্রণ।

অনুবাদ

তিনি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন, ভরদ্বাজ, সুমন্ত, গৌতম, অসিত সহ বশিষ্ঠ, চ্যবন, কণ্ব, মৈত্রেয়, কবষ, ত্রিতকে মনোনীত করলেন। তিনি বিশ্বামিত্র, বামদেব, সুমতি, জৈমিনি, ক্রতু, পৈল ও পরাশর, সেই সঙ্গে গর্গ, বৈশম্পায়ন, অথর্ব, কশ্যপ, ধৌম্য, ভার্গবগণের রাম, আসুরি; বীতিহোত্র, মধুচ্ছন্দা, বীরসেন এবং অকৃতব্রণদেরও মনোনীত করলেন।

তাৎপর্য

রাজা যুধিষ্ঠির এইসমস্ত সকল উন্নত ব্রাহ্মণগণকে বিভিন্ন সমর্থতায় কার্য করার জন্য পুরোহিত, উপদ্বেষ্টা প্রভৃতি রূপে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

শ্লোক ১০-১১

উপহূতাস্তথা চান্যে দ্রোণভীষ্মকৃপাদয়ঃ ।
ধৃতরাষ্ট্রঃ সহসুতো বিদুরশ্চ মহামতিঃ ॥ ১০ ॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা যজ্ঞদিদৃক্ষবঃ ।
তত্রেয়ুঃ সর্বরাজানো রাজ্ঞাং প্রকৃতয়ো নৃপ ॥ ১১ ॥

উপহূতাঃ—আমন্ত্রিত; **তথা**—ও; **চ**—এবং; **অন্যে**—অন্যান্যরা; **দ্রোণ-ভীষ্ম-কৃপ-আদয়ঃ**—দ্রোণ, ভীষ্ম, কৃপ প্রমুখ; **ধৃতরাষ্ট্রঃ**—ধৃতরাষ্ট্র; **সহ-সুতঃ**—তার পুত্রগণ সহ; **বিদুরঃ**—বিদুর; **চ**—এবং; **মহা-মতিঃ**—পরম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন; **ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াঃ বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ**—ব্রাহ্মণগণ, ক্ষত্রিয়গণ, বৈশ্যগণ এবং শূদ্রগণ; **যজ্ঞ**—যজ্ঞ; **দিদৃক্ষবঃ**—দর্শনে আগ্রহী; **তত্র**—সেখানে; **ঈয়ুঃ**—আগমন করলেন; **সর্ব**—সকল; **রাজানঃ**—রাজাগণ; **রাজ্ঞাম্**—রাজাগণের; **প্রকৃতয়ঃ**—অনুগামীগণ; **নৃপ**—হে রাজন।

অনুবাদ

হে রাজন, অন্যান্য যারা নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন তারা হলেন দ্রোণ, ভীষ্ম, কৃপ, তার পুত্রগণসহ ধৃতরাষ্ট্র, জ্ঞানী বিদুর এবং অন্যান্য বহু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রগণ, যারা সকলেই যজ্ঞ প্রত্যক্ষ করার জন্য আগ্রহী ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, সকল রাজারা তাদের অনুগামীগণ সহ এসেছিলেন।

শ্লোক ১২

ততস্তে দেবযজনং ব্রাহ্মণাঃ স্বর্ণলাঙ্গলৈঃ ।
কৃষ্ট্বা তত্র যথাম্নায়ং দীক্ষয়াং চক্রিরে নৃপম্ ॥ ১২ ॥

ততঃ—অতঃপর; **তে**—তারা; **দেব-যজনম্**—দেবতাদের পূজার স্থল; **ব্রাহ্মণাঃ**—ব্রাহ্মণগণ; **স্বর্ণ**—স্বর্ণ; **লাঙ্গলৈঃ**—লাঙ্গল দ্বারা; **কৃষ্ট্বা**—কর্ষণ পূর্বক; **তত্র**—সেখানে; **যথা-আম্নায়ম্**—যথাবিধি; **দীক্ষয়াম্ চক্রিরে**—তারা দীক্ষিত করলেন; **নৃপম্**—রাজা।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ অতঃপর স্বর্ণ লাঙ্গল দ্বারা যজ্ঞস্থলকে কর্ষণ করে যজ্ঞের বিধি অনুসারে রাজা যুধিষ্ঠিরকে দীক্ষিত করলেন।

শ্লোক ১৩-১৫

হৈমাঃ কিলোপকরণা বরুণস্য যথা পুরা ।
ইন্দ্রাদয়ো লোকপালা বিরিঞ্চভবসংযুতাঃ ॥ ১৩ ॥
সগণাঃ সিদ্ধগন্ধর্বা বিদ্যাধরমহোরগাঃ ।
মুনয়ো যক্ষরক্ষাংসি খগকিন্নরচারণাঃ ॥ ১৪ ॥
রাজানশ্চ সমাহূতা রাজপত্ন্যশ্চ সর্বশঃ ।
রাজসূয়ং সমীয়ুঃ স্ম রাজ্ঞঃ পাণ্ডুসুতস্য বৈ ।
মেনিরে কৃষ্ণভক্তস্য সূপপন্নমবিস্মিতাঃ ॥ ১৫ ॥

হৈমাঃ—স্বর্ণ নির্মিত; **কিল**—বস্তুত; **উপকরণাঃ**—উপকরণসমূহ; **বরুণস্য**—বরুণের; **যথা**—যেমন; **পুরা**—পুরাকালে; **ইন্দ্র-আদয়ঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র প্রমুখ দ্বারা; **লোক-পালাঃ**—গ্রহের শাসকগণ; **বিরিঞ্চি-ভব-সংযুতাঃ**—ব্রহ্মা ও শিব সহ; **স-গণাঃ**—তাদের নিজজন সহ; **সিদ্ধ-গন্ধর্বাঃ**—সিদ্ধ ও গন্ধর্বগণ; **বিদ্যাধর**—বিদ্যাধরগণ; **মহা-উরগাঃ**—এবং মহানাগগণ; **মুনয়ঃ**—মুণিগণ; **যক্ষ-রক্ষাংসি**—যক্ষ ও রাক্ষসেরা; **খগ-কিন্নর-চারণাঃ**—দিব্য পক্ষী, কিন্নরগণ এবং চারণগণ; **রাজানঃ**—রাজাগণ; **চ**—এবং; **সমাহূতাঃ**—আমন্ত্রিত; **রাজ**—রাজাদের; **পত্ন্যঃ**—পত্নীগণ; **চ**—ও; **সর্বশঃ**—সমস্ত দিক হতে; **রাজসূয়ম্**—রাজসূয় যজ্ঞে; **সমীয়ুঃ স্ম**—তারা আগমন করেছিলেন; **রাজ্ঞঃ**—রাজাদের; **পাণ্ডু-সুতস্য**—পাণ্ডুপুত্রের; **বৈঃ**—বস্তুত; **মেনিরে**—তারা বিবেচনা করলেন; **কৃষ্ণ-ভক্তস্য**—শ্রীকৃষ্ণের ভক্তের জন্য; **সু-উপপন্নম্**—সু-উপযুক্ত; **অবিস্মিতাঃ**—বিস্মিত না হয়ে।

অনুবাদ

পুরাকালে বরুণের রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদনের মতোই যজ্ঞের ব্যবহৃত উপকরণসমূহ স্বর্ণ নির্মিত ছিল। ইন্দ্র, ব্রহ্মা, শিব এবং অন্য অনেক লোকপালগণ; তাদের স্বজনগণ সহ সিদ্ধ ও গন্ধর্বগণ; বিদ্যাধরগণ; মহানাগগণ; মুণিগণ; যক্ষগণ; রাক্ষস;

দিব্য পক্ষীসমূহ; কিন্নরগণ; চারণগণ; এবং মর্ত্যের রাজারা—সকলেই আমন্ত্রিত হয়েছিলেন এবং বস্তুত তারা সকল দিক থেকে পাণ্ডুপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে আগমন করেছিলেন। তারা যজ্ঞের ঐশ্বর্য দর্শন করে এতটুকু বিস্মিত হননি, কারণ শ্রীকৃষ্ণের একজন ভক্তের জন্য তা সু-উপযুক্ত ছিল।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের এক মহাভক্ত রূপে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের খ্যাতি ছিল সর্বজনীন এবং তাই তার পক্ষে কিছুই অসম্ভব ছিল না।

শ্লোক ১৬

অযাজয়ন্ মহারাজং যাজকা দেববর্চসঃ ।
রাজসূয়েন বিধিবৎ প্রচেতসমিবামরাঃ ॥ ১৬ ॥

অযাজয়ন্—তারা যজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন; **মহা-রাজম্**—মহারাজের জন্য; **যাজকাঃ**—যাজ্ঞিক পুরোহিত; **দেব**—দেবতাগণের; **বর্চসঃ**—প্রভাবযুক্ত; **রাজসূয়েন**—রাজসূয়; **বিধি-বৎ**—বেদের বিধি অনুসারে; **প্রচেতসম্**—বরুণ; **ইব**—যেমন; **অমরাঃ**—দেবতাগণ।

অনুবাদ

দেবতুল্য শক্তিশালী পুরোহিতগণ বৈদিক বিধি অনুসারে রাজা যুধিষ্ঠিরের জন্য রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন করলেন, ঠিক যেমন অতীতে দেবতাগণ বরুণের জন্য তা সম্পাদন করেছিলেন।

শ্লোক ১৭

সূত্যেঽহন্যবনীপালো যাজকান্ সদসস্পতীন্ ।
অপূজয়ন্ মহাভাগান্ যথাবৎ সুসমাহিতঃ ॥ ১৭ ॥

সূত্যে—সোম রস নির্গতের; **অহনি**—দিন; **অবনী-পালঃ**—রাজা; **যাজকান্**—যজ্ঞকারীগণ; **সদমঃ**—সভার; **পতীন্**—নেতৃগণ; **অপূজয়ৎ**—পূজা করলেন; **মহা-ভাগান্**—পরম শ্রেষ্ঠ; **যথা-বৎ**—যথাবিধি; **সু-সমাহিতঃ**—সযত্ন মনোযোগ সহকারে।

অনুবাদ

সোমরস নির্গত করার দিন, রাজা যুধিষ্ঠির যথাযথভাবে এবং অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে, পুরোহিত ও সভার পরমোন্নত ব্যক্তিগণকে পূজা করলেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণ গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "বৈদিক পন্থা অনুযায়ী, যজ্ঞানুষ্ঠান হলে যজ্ঞে অংশগ্রহণকারীদের সোমরস প্রদান করা হয়। সোমবৃক্ষের রস একরকম সঞ্জীবনী

সুধা। সোমরস আহরণের দিন যজ্ঞক্রিয়া বিধির নির্ভুলতা নির্ণয়ে শ্রেষ্ঠ পুরোহিতদের রাজা যুধিষ্ঠির সসম্মানে অভ্যর্থনা করলেন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, বৈদিক মন্ত্র শাস্ত্রবিধি সম্মত নির্ভুলভাবে উচ্চারণ করা চাই। এই কাজে নিযুক্ত পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণে ভুল করলে পরীক্ষক বা বিচারক পুরোহিত তৎক্ষণাৎ উচ্চারণ বিধি সংশোধন করে দেন আর এইভাবে বৈদিক ক্রিয়াকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন না হলে যজ্ঞের ঈপ্সিত ফল প্রাপ্তি হয় না। এই কলিযুগে সেই ধরনের শিক্ষিত ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত দেখা যায় না, সেইজন্য ঐ সকল যজ্ঞানুষ্ঠান নিষিদ্ধ। শাস্ত্রে একমাত্র যে যজ্ঞ অনুমোদিত হয়েছে সেটি হচ্ছে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন।"

শ্লোক ১৮

সদস্যাগ্র্যার্হণার্হং বৈ বিমৃশন্তঃ সভাসদঃ ।
নাধ্যগচ্ছন্ননৈকান্ত্যাৎ সহদেবস্তদাব্রবীৎ ॥ ১৮ ॥

সদস্য—সভার সদস্যদের; **অগ্র**—প্রথম; **অর্হণ**—পূজা; **অর্হম্**—যে যোগ্য; **বৈ**—বস্তুত; **বিমৃশন্তঃ**—বিবেচনা করতে লাগলেন; **সভা**—সভার; **সদঃ**—যারা আসীন; **ন অধ্যগচ্ছন্**—তারা কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারল না; **অনৈক-অন্ত্যাৎ**—বিরাট সংখ্যক (যোগ্য প্রার্থীর) জন্য; **সহদেবঃ**—মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, সহদেব; **তদা**—তখন; **অব্রবীৎ**—বললেন।

অনুবাদ

তাদের মধ্যে কে অগ্রপূজার যোগ্য তখন সভার সদস্যগণ তা বিচার করতে লাগলেন, কিন্তু যেহেতু সেখানে এই সম্মানের যোগ্যতাসম্পন্ন অনেক ব্যক্তি ছিলেন, তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারল না। শেষ পর্যন্ত সহদেব বললেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পন্থা হচ্ছে এই রকম যজ্ঞ অনুষ্ঠানে সবচেয়ে মহিমাময় ব্যক্তিকে আগে পূজা করা হয়। এই অনুষ্ঠানকে *অগ্রপূজা* নামে অভিহিত করা হয়। 'অগ্র' শব্দে প্রথম আর 'পূজা' শব্দে অর্চনা বোঝানো হয়। এই *অগ্রপূজা* অনেকটা দেশের রাষ্ট্রপতি বা কোন সভার সভাপতি নির্বাচনের মতো। সেই সমাবেশে সকল সদস্যই ছিলেন অতীব মহামান্য। কেউ কেউ এক ব্যক্তিকে অগ্রপূজার উপযুক্ত বলে প্রস্তাব করলেন, আবার অন্যেরা অপর একজনকে যোগ্য বলে প্রস্তাব করলেন।"

মহান আচার্য জীব গোস্বামী উল্লেখ করছেন যে এই অধ্যায়ের শ্লোক ১৫ তে বলা হয়েছে যে সভার সদস্যগণ যজ্ঞের ঐশ্বর্য দর্শন করে মোটেও আশ্চর্য হননি কারণ তারা জানতেন যে রাজা যুধিষ্ঠির ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের একজন ভক্ত। তবুও শ্লোক ১৮ তে এখন বলা হচ্ছে যে অগ্রপূজার জন্য পরম যোগ্য ব্যক্তিকে সভা নির্বাচন করতে পারেনি। এটি ইঙ্গিত করছে যে উপস্থিত অনেক ব্রাহ্মণই সম্পূর্ণত উপলব্ধ অতীন্দ্রিয়বাদী নন বরং তারা বৈদিক জ্ঞানের পরম সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অনিশ্চিত প্রথাগত ব্রাহ্মণ।

তেমনই, আচার্য বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলছেন যে সিদ্ধান্তহীন সভাসদরা ছিলেন অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন এবং ব্রহ্মা, শিব ও দ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের মতো ততটা উন্নত ব্যক্তিত্ব নন, যারা ভেবেছিলেন 'যেহেতু কেউই আজকে আমাদের মতামত প্রার্থনা করেনি, আমরা কেন কিছু বলব? অধিকন্তু এখানে সহদেব রয়েছে যে সকল ধরনের অবস্থার বিশ্লেষণে দক্ষ। অগ্রপূজার জন্য ব্যক্তি মনোনয়নে সে সাহায্য করতে পারে। কেবলমাত্র যদি কোনভাবে সে কথা বলতে ব্যর্থ হয় অথবা পরিস্থিতি হৃদয়ঙ্গম করতে না পারে আমাদের কেউ কিছু জিজ্ঞাসা না করা সত্ত্বেও আমরা কথা বলব।" এইভাবে তাদের মনকে প্রস্তুত করে সেই মহান ব্যক্তিত্বগণ মৌন রইলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আমাদেরকে এইভাবে সেই সভার ঘটনাবলী হৃদয়ঙ্গম করতে উপদেশ প্রদান করেছেন।

শ্লোক ১৯

অর্হতি হ্যচ্যুতঃ শ্রৈষ্ঠ্যং ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ ।
এষ বৈ দেবতাঃ সর্বা দেশকালধনাদয়ঃ ॥ ১৯ ॥

অর্হতি—যোগ্য; **হি**—নিঃসন্দেহে; **অচ্যুতঃ**—অচ্যুত কৃষ্ণ; **শ্রৈষ্ঠ্যম্**—পরম পদ; **ভগবান্**—ভগবান; **সাত্বতাম্**—যাদবগণের; **পতিঃ**—প্রধান; **এষঃ**—তিনি; **বৈ**—নিশ্চিতরূপে; **দেবতাঃ**—দেবতা; **সর্বাঃ**—সকল; **দেশ**—স্থান (যজ্ঞের জন্য); **কাল**—সময়; **ধন**—জাগতিক দ্রব্যাদি; **আদয়ঃ**—প্রভৃতি।

অনুবাদ

(সহদেব বললেন—) নিশ্চিতরূপে যাদব প্রধান পরমেশ্বর ভগবান অচ্যুত এই সর্বোচ্চ পদের যোগ্য। প্রকৃতপক্ষে, তিনি স্বয়ং দেশ কাল ও দ্রব্যাদি স্বরূপ যজ্ঞে পূজিত সকল দেবতার মূল।

শ্লোক ২০-২১

যদাত্মকমিদং বিশ্বং ক্রতবশ্চ যদাত্মকাঃ ।
অগ্নিরাহুতয়ো মন্ত্রাঃ সাঙ্খ্যং যোগশ্চ যৎপরঃ ॥ ২০ ॥
এক এবাদ্বিতীয়োঽসাবৈতদাত্ম্যমিদং জগৎ ।
আত্মনাত্মাশ্রয়ঃ সভ্যাঃ সৃজত্যবতি হন্ত্যজঃ ॥ ২১ ॥

যৎ-আত্মকম্—যার উপরে অধিষ্ঠিত; **ইদম্**—এই; **বিশ্বম্**—বিশ্ব; **ক্রতবঃ**—মহা যজ্ঞ অনুষ্ঠান; **চ**—এবং; **যৎ-আত্মকাঃ**—যার উপর প্রতিষ্ঠিত; **অগ্নিঃ**—পবিত্র অগ্নি; **আহুতয়ঃ**—আহুতি; **মন্ত্রাঃ**—মন্ত্র; **সাঙ্খ্যম্**—সাংখ্য; **যোগঃ**—যোগ; **চ**—এবং; **যৎ**—যাকে; **পরঃ**—লক্ষ; **একঃ**—এক; **এব**—একমাত্র; **অদ্বিতীয়ঃ**—দ্বিতীয় ব্যতীত; **অসৌ**—তিনি; **ঐতৎ-আত্ম্যম্**—তাঁর উপরে প্রতিষ্ঠিত; **ইদম্**—এই; **জগৎ**—বিশ্ব; **আত্মনা**—স্বয়ং তাঁর মাধ্যমে (অর্থাৎ তাঁর শক্তিসমূহ); **আত্ম**—স্বয়ং একাকী; **আশ্রয়ঃ**—তাঁর আশ্রয় রূপে; **সভ্যাঃ**—হে সভাসদগণ; **সৃজতি**—তিনি সৃষ্টি করেন; **অবতি**—পালন করেন; **হন্তি**—এবং বিনাশ করেন; **অজঃ**—জন্মরহিত।

অনুবাদ

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডও তাঁর উপর প্রতিষ্ঠিত, যেমন এই মহা যজ্ঞ অনুষ্ঠান, তাদের পবিত্র অগ্নি, আহুতি ও মন্ত্র দ্বারা তাঁর উপর অধিষ্ঠিত। সাংখ্য ও যোগ উভয়েরই লক্ষ অদ্বিতীয় তিনি। হে সভাসদগণ, সেই অজ, স্বপ্রতিষ্ঠ ভগবান তাঁর নিজ শক্তিসমূহ দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং বিনাশ করেন আর এইভাবে একমাত্র তাঁর উপরেই এই ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব নির্ভর করছে।

শ্লোক ২২

বিবিধানীহ কর্মাণি জনয়ন্ যদবেক্ষয়া ।
ঈহতে যদয়ং সর্বঃ শ্রেয়ো ধর্মাদিলক্ষণম্ ॥ ২২ ॥

বিবিধানি—বিভিন্ন; **ইহ**—এই জগতে; **কর্মাণি**—জাগতিক কার্যকলাপ; **জনয়ন্**—উৎপন্নকারী; **যৎ**—যার দ্বারা; **অবেক্ষয়া**—অনুগ্রহ; **ঈহতে**—উদ্যোগ; **যৎ**—যেহেতু; **অয়ম্**—এই পৃথিবী; **সর্বঃ**—সমগ্র; **শ্রেয়ঃ**—শুভফল; **ধর্ম-আদি**—ধার্মিকতা; **লক্ষণম্**—লক্ষণ।

অনুবাদ

তিনি এই জগতের বহু কার্যাবলী সৃষ্টি করেন এবং এইভাবে তাঁর অনুগ্রহ দ্বারা সমগ্র জগৎ ধর্মের শুভফল, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ও মুক্তির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে।

শ্লোক ২৩

তস্মাৎ কৃষ্ণায় মহতে দীয়তাং পরমার্হণম্ ।
এবং চেৎ সর্বভূতানামাত্মনশ্চার্হণং ভবেৎ ॥ ২৩ ॥

তস্মাৎ—সুতরাং; **কৃষ্ণায়**—ভগবান কৃষ্ণকে; **মহতে**—মহান; **দীয়তাম্**—প্রদান করা উচিত; **পরম**—পরম; **অর্হণম্**—সম্মান; **এবম্**—এইভাবে; **চেৎ**—যদি; **সর্ব**—সকলের; **ভূতানাম্**—জীব; **অত্মানঃ**—আত্মার; **চ**—এবং; **অর্হণম্**—সম্মান করা; **ভবেৎ**—হবে।

অনুবাদ

সুতরাং আমাদের ভগবান কৃষ্ণকে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদান করা উচিত। আমরা যদি তা করি, তাহলে আমরা সমস্ত জীবকে এবং আমাদের নিজেদেরও সম্মান প্রদর্শন করব।

শ্লোক ২৪

সর্বভূতাত্মভূতায় কৃষ্ণায়ানন্যদর্শিনে ।
দেয়ং শান্তায় পূর্ণায় দত্তস্যানন্ত্যমিচ্ছতা ॥ ২৪ ॥

সর্ব—সকল; **ভূত**—জীবের; **আত্ম**—আত্মা; **ভূতায়**—যিনি ধারণ করছেন; **কৃষ্ণায়**—শ্রীকৃষ্ণকে; **অনন্য**—কখনও ভিন্নভাবে নয়; **দর্শিনে**—যিনি দর্শন করেন; **দেয়ম্**—(সম্মান) প্রদর্শন করা উচিত; **শান্তায়**—শান্ত; **পূর্ণায়**—যথার্থরূপে পূর্ণ; **দত্তস্য**—প্রদত্তের; **আনন্ত্যম্**—অনন্ত বর্ধিত; **ইচ্ছতা**—যে আকাঙ্ক্ষা করে তার দ্বারা।

অনুবাদ

যে কেউই, যিনি কামনা করেন যে তার প্রদত্ত সম্মান অক্ষয় হবে, তার উচিত পূর্ণরূপে শান্ত, সকল জীবের পরম আত্মা এবং অনন্যদর্শি ভগবান কৃষ্ণকে সম্মান জ্ঞাপন করা।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ এইভাবে লিখছেন,—"[সহদেব বললেন—] ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, কৃষ্ণ সম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন, কারণ আপনারা সকল মহান ব্যক্তিই পরমব্রহ্ম কৃষ্ণকে জানেন—যাঁর কাছে দেহ ও আত্মা, শক্তি ও শক্তিমান, দেহের একাঙ্গ ও অন্য অঙ্গে কোন ভেদ নেই। যেহেতু সকলেই কৃষ্ণের অবিচ্ছেদ্য অংশ, কৃষ্ণ ও নিখিল জীবকুলের মধ্যে গুণগত কোন পার্থক্য নেই। জড় ও চিন্ময় প্রত্যেক শক্তিরই উৎস কৃষ্ণ। কৃষ্ণের শক্তিসমূহ আলোকের তাপ ও আগুনের সঙ্গে তুলনীয়। তাপ, আলোক ও আগুনে গুণগত পার্থক্য নেই। তাই

এই মহান রাজসূয় যজ্ঞে কৃষ্ণকে অগ্রপূজা নিবেদন করা উচিত এবং এ বিষয়ে কারও দ্বিমত হওয়া উচিত নয়। পরমাত্মারূপে কৃষ্ণ সকল জীবের মধ্যেই বিরাজমান, এবং আমরা যদি তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারি তাহলে আপনা থেকেই প্রতিটি জীব সন্তুষ্ট হবে।

শ্লোক ২৫

ইত্যুক্ত্বা সহদেবোঽভূৎ তূষ্ণীং কৃষ্ণানুভাববিৎ ।
তচ্ছ্রুত্বা তুষ্টুবুঃ সর্বে সাধু সাধ্বিতি সত্তমাঃ ॥ ২৫ ॥

ইতি—এইভাবে; **উক্ত্বা**—বলে; **সহদেবঃ**—সহদেব; **অভূৎ**—হলেন; **তূষ্ণীম্**—নীরব; **কৃষ্ণ**—শ্রীকৃষ্ণের; **অনুভাব**—প্রভাব; **বিৎ**—যিনি ভালভাবে জ্ঞাত; **তৎ**—তা; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **তুষ্টুবুঃ**—প্রশংসা করলেন; **সর্বে**—সকলে; **সাধু সাধু ইতি**—"সাধু, সাধু"; **সৎ**—সজ্জনগণের মধ্যে; **তমাঃ**—শ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী বলে চললেন—] এই বলে, শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব হৃদয়ঙ্গমকারী সহদেব শান্ত হলেন। এবং তার কথা শ্রবণ করার পর উপস্থিত সকল সজ্জন ব্যক্তিগণ "সাধু! সাধু!" ধ্বনিতে তাকে অভিনন্দন প্রদান করলেন।

শ্লোক ২৬

শ্রুত্বা দ্বিজেরিতং রাজা জ্ঞাত্বা হার্দং সভাসদাম্ ।
সমর্হয়দ্ধৃষীকেশং প্রীতঃ প্রণয়বিহ্বলঃ ॥ ২৬ ॥

শ্রুত্বা—শ্রবণ করে; **দ্বিজ**—ব্রাহ্মণগণ দ্বারা; **ঈরিতম্**—যা উচ্চারিত হয়েছিল; **রাজা**—রাজা, যুধিষ্ঠির; **জ্ঞাত্বা**—হৃদয়ঙ্গম করে; **হার্দম্**—অভিপ্রায়; **সভা-সদাম্**—সভার সদস্যদের; **সমর্হয়ৎ**—সর্বতোভাবে পূজা করলেন; **হৃষীকেশম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **প্রীতঃ**—সন্তুষ্ট; **প্রণয়**—প্রেম দ্বারা; **বিহ্বলঃ**—অভিভূত।

অনুবাদ

রাজা ব্রাহ্মণদের এই ঘোষণা শ্রবণ করে আনন্দিত হলেন, যার থেকে তিনি সমগ্র সভার ভাব হৃদয়ঙ্গম করলেন। প্রেমে অভিভূত হয়ে তিনি সর্বতোভাবে হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করলেন।

শ্লোক ২৭-২৮

তৎপাদাববনিজ্যাপঃ শিরসা লোকপাবনীঃ ।
সভার্যঃ সানুজামাত্যঃ সকুটুম্বো বহন্ মুদা ॥ ২৭ ॥

বাসোভিঃ পীতকৌষেয়ৈর্ভূষণৈশ্চ মহাধনৈঃ ।
অর্হয়িত্বাশ্রুপূর্ণাক্ষো নাশকৎ সমবেক্ষিতুম্ ॥ ২৮ ॥

তৎ—তাঁর; **পাদৌ**—পাদদ্বয়; **অবনিজ্য**—ধৌত; **আপঃ**—জল; **শিরসা**—তার মস্তকে; **লোক**—জগৎ; **পাবনীঃ**—পবিত্রকারী; **স**—সহ; **ভার্যঃ**—তার পত্নী; **স**—সহ; **অনুজ**—তার ভ্রাতাগণ; **অমাত্যঃ**—এবং তার মন্ত্রীগণ; **স**—সহ; **কুটুম্বঃ**—তার পরিবার; **বহন্**—বহনপূর্বক; **মুদা**—আনন্দের ব্যাপার; **বাসোভিঃ**—বসন দ্বারা; **পীত**—হলুদ; **কৌষেয়ৈঃ**—রেশম; **ভূষণৈঃ**—রত্নালঙ্কার দ্বারা; **চ**—এবং; **মহা-ধনৈঃ**—মূল্যবান; **অর্হয়িত্বা**—সম্মান প্রদান করে; **অশ্রু**—অশ্রু দ্বারা; **পূর্ণ**—পূর্ণ; **অক্ষঃ**—যার নেত্রদ্বয়; **ন অশকৎ**—তিনি অসমর্থ ছিলেন; **সমবেক্ষিতুম্**—তাঁকে সরাসরি দর্শন করতে।

অনুবাদ

ভগবান কৃষ্ণের পাদপদ্ম প্রক্ষালন করার পর মহারাজ যুধিষ্ঠির আনন্দিতভাবে তার মস্তকে সেই জল ছিটালেন এবং অতঃপর তার পত্নী, ভ্রাতাগণ ও পরিবারের অন্যান্য সদস্য ও মন্ত্রীগণের মস্তকে তা ছিটিয়ে দিলেন। সেই জল সমগ্র জগৎ পবিত্রকারী। যখন তিনি ভগবানকে পীত রেশমী বস্ত্র ও মহামূল্যবান রত্নালঙ্কার দ্বারা সম্মানিত করছিলেন, তার নেত্রদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠে তাকে সরাসরি ভগবানকে দর্শন করার থেকে বাধা দিচ্ছিল।

শ্লোক ২৯

ইত্থং সভাজিতং বীক্ষ্য সর্বে প্রাঞ্জলয়ো জনাঃ ।
নমো জয়েতি নেমুস্তং নিপেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ ॥ ২৯ ॥

ইত্থম্—এইভাবে; **সভাজিতম্**—সম্মানিত হওয়া; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **সর্বে**—সকল; **প্রাঞ্জলয়ঃ**—শ্রদ্ধায় কৃতাঞ্জলিপুটে; **জনাঃ**—জনসাধারণ; **নমঃ**—"আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি"; **জয়**—আপনার জয় হোক; **ইতি**—এইরূপ বলে; **নেমুঃ**—তারা প্রণাম নিবেদন করল; **তম্**—তাঁকে; **নিপেতুঃ**—পতিত হল; **পুষ্প**—পুষ্পের; **বৃষ্টয়ঃ**—বৃষ্টি।

অনুবাদ

তারা যখন এইভাবে ভগবান কৃষ্ণকে সম্মানিত হতে দর্শন করলেন, উপস্থিত প্রায় সকলেই তাদের কৃতাঞ্জলিপুটে "আপনাকে নমস্কার করি! আপনার জয় হোক!" ধ্বনি দিলেন এবং অতঃপর তাকে প্রণাম নিবেদন করলেন। স্বর্গ হতে পুষ্প বর্ষণ হল।

শ্লোক ৩০

ইত্থং নিশম্য দমঘোষসুতঃ স্বপীঠাৎ
উত্থায় কৃষ্ণগুণবর্ণনজাতমন্যুঃ ।
উৎক্ষিপ্য বাহুমিদমাহ সদস্যমর্ষী
সংশ্রাবয়ন্ ভগবতে পরুষাণ্যভীতঃ ॥ ৩০ ॥

ইত্থম্—এইভাবে; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **দমঘোষ-সুতঃ**—দমঘোষের পুত্র (শিশুপাল); **স্ব**—তার; **পীঠাৎ**—আসন থেকে; **উত্থায়**—উঠে; **কৃষ্ণ-গুণ**—শ্রীকৃষ্ণের পরম গুণাবলীর; **বর্ণন**—বর্ণনা দ্বারা; **জাত**—উৎপন্ন; **মন্যুঃ**—যার ক্রোধ; **উৎক্ষিপ্য**—উত্তোলিত করে; **বাহুম্**—তার বাহুদ্বয়; **ইদম্**—এই; **আহ**—সে বলল; **সদসি**—সভা মধ্যে; **অমর্ষী**—অসহিষ্ণু; **সংশ্রাবয়ন্**—উদ্দেশ করে; **ভগবতে**—ভগবানের প্রতি; **পরুষাণি**—কর্কশ কথাসমূহ; **অভীতঃ**—নির্ভয়ে।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় গুণাবলীর মহিমা কীর্তন শ্রবণ করে দমঘোষের অসহিষ্ণু পুত্র ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। সে তার আসন থেকে উঠে ক্রুদ্ধভাবে তার বাহুদ্বয় উত্তোলিত করে নির্ভয়ে সভামধ্যে ভগবানের বিরুদ্ধে এইসব কর্কশ কথা বলতে লাগল।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "এই সভায় নৃপতি শিশুপালও উপস্থিত ছিল। নানা কারণে বিশেষতঃ রুক্মিণীকে বিবাহোৎসব থেকে হরণ করবার ফলে কৃষ্ণ ছিল তার প্রকাশ্যে ঘোষিত শত্রু। এইজন্য কৃষ্ণের গুণকীর্তন ও কৃষ্ণকে সম্মান প্রদর্শন করাকে সে সহ্য করতে পারেনি। কৃষ্ণমহিমা ও কৃষ্ণকীর্তন শুনে আনন্দিত হওয়ার পরিবর্তে সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করছেন যে সহদেব যখন অগ্রপূজার জন্য কৃষ্ণকে প্রস্তাব করল শিশুপাল তখন প্রতিবাদ করেনি তার কারণ শিশুপাল রাজা যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ পণ্ড করতে চেয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণের অগ্রপূজা গ্রহণের বিরুদ্ধে শিশুপাল যদি পূর্বেই তর্ক করত তাহলে আরেকজন ব্যক্তি মনোনীত হত আর যজ্ঞও তখন স্বাভাবিকভাবে চলত। তাই শিশুপাল কৃষ্ণকে নির্বাচিত হতে অনুমোদন করেছিল, যতক্ষণ না পূজা শেষ হয়, ততক্ষণ অপেক্ষা করেছিল এবং তারপর বলতে শুরু করল এই আশায় যে, এইভাবে সে দেখাবে যে, যজ্ঞ এখন পণ্ড হয়েছে। এইভাবে সে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের উদ্যোগকে বিনষ্ট করবে। এই বিষয়ে

আচার্য নিম্নোক্ত স্মৃতির উল্লেখ উদ্ধৃত করেছেন—*অপূজ্যা যত্র পূজ্যন্তে পূজ্যানাং চ ব্যতিক্রমঃ* অর্থাৎ 'যে স্থানে যে পূজিত হওয়ার যোগ্য নয়, সে পূজিত হচ্ছে, ফলে যারা প্রকৃতপক্ষে পূজার যোগ্য তাদের প্রতি অপরাধ করা হচ্ছে।' নিম্নোক্ত এই বক্তব্যটিও রয়েছে *প্রতিবধ্নাতি হি শ্রেয়ঃ পূজ্যাপূজব্যতিক্রমঃ* অর্থাৎ কাকে পূজা করতে হবে আর কাকে পূজা করতে হবে না তার অযথার্থ হৃদয়ঙ্গমতা কারো জীবনের অগ্রগতিকে ব্যাহত করবে।"

শ্লোক ৩১

ঈশো দুরত্যয়ঃ কাল ইতি সত্যবতী শ্রুতিঃ ।
বৃদ্ধানামপি যদ্ বুদ্ধির্বালবাক্যৈর্বিভিদ্যতে ॥ ৩১ ॥

ঈশঃ—পরম নিয়ন্তা; **দুরত্যয়ঃ**—দুর্লঙ্ঘ্য; **কালঃ**—সময়; **ইতি**—এইভাবে; **সত্য-বতী**—বিশ্বস্ত; **শ্রুতিঃ**—বেদের প্রকাশিত বক্তব্য; **বৃদ্ধানাম্**—বয়স্ক তত্ত্ববেত্তাগণের; **অপি**—ও; **যৎ**—যেহেতু; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি; **বাল**—একটি বালকের; **বাক্যৈঃ**—বাক্য দ্বারা; **বিভিদ্যতে**—বিচলিত।

অনুবাদ

[শিশুপাল বলল—] সময় হচ্ছে সকলের দুর্লঙ্ঘ্য নিয়ন্তা, বেদের এই বক্তব্য নিঃসন্দেহে সত্য প্রমাণিত হল, কারণ জ্ঞানী বৃদ্ধদের বুদ্ধি এখন বালক মাত্রের বাক্য দ্বারা বিচলিত হয়ে উঠল।

শ্লোক ৩২

যূয়ং পাত্রবিদাং শ্রেষ্ঠা মা মন্ধ্বং বালভাষিতম্ ।
সদসস্পতয়ঃ সর্বে কৃষ্ণো যৎ সম্মতোঽর্হণে ॥ ৩২ ॥

যুয়ম্—আপনারা সকলে; **পাত্র**—যোগ্য পাত্রের; **বিদাম্**—জ্ঞাতজনের; **শ্রেষ্ঠাঃ**—শ্রেষ্ঠ; **মা মন্ধ্বম্**—দয়া করে কর্ণপাত করবেন না; **বাল**—এক বালকের; **ভাষিতম্**—বক্তব্যে; **সদসঃ পতয়**—হে সভাপতিগণ; **সর্বে**—সকল; **কৃষ্ণঃ**—কৃষ্ণ; **যৎ**—যে; **সম্মতঃ**—মনোনীত করা হয়েছে; **অর্হণে**—সম্মানীত হওয়ার জন্য।

অনুবাদ

হে সভাপতিগণ, আপনারা শ্রেষ্ঠতঃ অবগত যে কে সম্মানীত হওয়ার জন্য যোগ্য প্রার্থী। সুতরাং একটি শিশু যখন দাবী করছে যে কৃষ্ণ পূজিত হওয়ার যোগ্য, তার কথা আপনাদের কর্ণপাত করা উচিত নয়।

শ্লোক ৩৩-৩৪

তপোবিদ্যাব্রতধরান্ জ্ঞানবিধ্বস্তকল্মষান্ ।
পরমর্ষীন্ ব্রহ্মনিষ্ঠান্ লোকপালৈশ্চ পূজিতান্ ॥ ৩৩ ॥
সদস্পতীনতিক্রম্য গোপালঃ কুলপাংসনঃ ।
যথা কাকঃ পুরোডাশং সপর্যাং কথমর্হতি ॥ ৩৪ ॥

তপঃ—তপশ্চর্যা; **বিদ্যা**—বৈদিক জ্ঞান; **ব্রত**—কঠিন ব্রত; **ধরান্**—যে পালন করে; **জ্ঞান**—পারমার্থিক বোধগম্যতা দ্বারা; **বিধ্বস্ত**—ধ্বংসপ্রাপ্ত; **কল্মষান্**—যাদের কলুষতা; **পরম**—পরম; **ঋষীন্**—ঋষি; **ব্রহ্ম**—পরম ব্রহ্মকে; **নিষ্ঠান্**—উৎসর্গীকৃত; **লোক-পালৈঃ**—গ্রহদের শাসকগণ দ্বারা; **চ**—এবং; **পূজিতান্**—পূজিত; **সদঃ-পতীন্**—সভাপতিগণ; **অতিক্রম্য**—অতিক্রম করে; **গোপালঃ**—এক গোপ; **কুল**—তাঁর পরিবারের; **পাংসনঃ**—দূষণকারী; **যথা**—যেমন; **কাকঃ**—একটি কাক; **পুরোডাশম্**—পবিত্র যজ্ঞভাগ (দেবতাদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত); **সপর্যাম্**—পূজা; **কথম্**—কিভাবে; **অর্হতি**—যোগ্য।

অনুবাদ

এই সভার পরমোন্নত সদস্য তপশ্চর্যার ক্ষমতা সম্পন্ন, দিব্য দৃষ্টি ও ব্রতনিষ্ঠ, জ্ঞান দ্বারা নষ্টপাপ, লোকপালগণ দ্বারাও পূজিত পরমব্রহ্মে উৎসর্গীকৃত পরম ঋষিগণকে আপনি কিভাবে অতিক্রম করতে পারেন? কিভাবে এই কুলদূষণ গোপবালক একটি কাকের পবিত্র পুরোডাশ খাওয়ার যোগ্যতার মতো আপনাদের পূজা পাওয়ার যোগ্য?

তাৎপর্য

মহান ভাষ্যকার শ্রীধর স্বামী শিশুপালের কথাকে এইভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। *গোপাল* শব্দটির অর্থ কেবলমাত্র "রাখাল" নয় 'বেদ ও পৃথিবীর রক্ষক'ও। তেমনিভাবে *কুল-পাংসন* কথাটিরও দুটি অর্থ আছে। শিশুপাল "তার পরিবারের জন্য মর্যাদাহানিকর" বোঝাতে চেয়েছিল। কিন্তু কথাটিকে *কু-লপাম্ অংশন* রূপে বিভক্ত করে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে যা সম্পূর্ণ এক অন্য অর্থ প্রদান করে। *কুলপাম্* শব্দটি নির্দেশ করে যে যারা *বেদ* বিরোধী বাঁকা কথা দ্বারা অনর্থক অত্যধিক কথা বলে এবং *অংশন* কথাটি *অংশয়তি* ক্রিয়া থেকে উৎপন্ন হওয়ায় তার অর্থ হচ্ছে "বিনাশক"। অন্যভাবে বলতে গেলে সে শ্রীকৃষ্ণকে 'সত্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে অসার অনুমান ও সকল বিভ্রান্তির যিনি বিনাশ করেন, রূপে স্তুতি করছিল। তেমনই যদিও শিশুপাল *যথা কাক্* শব্দটি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে একটি কাকের সঙ্গে

তুলনা করতে চেয়েছিল, এই শব্দসমষ্টিকেও *যথা অ-কাক* রূপে বিভক্ত করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতে *কাক* শব্দটি *ক* ও *আক* শব্দের সমষ্টি যা জাগতিক সুখ ও দুঃখের অর্থ নির্দেশ করে। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন *অকাক* এই অর্থে যে, তিনি শুদ্ধ ও চিন্ময় স্তরের হওয়ায় সকল জাগতিক দুঃখ ও সুখের অতীত। শেষ পর্যন্ত শিশুপাল ঠিকই বলেছিল যে স্বর্গীয় পানীয় *সোম*-এর পরিবর্তে সীমিত শক্তিসম্পন্ন দেবতাদের যা অর্পণ করা হয়েছিল সেই *পুরোডাশ* গ্রহণের যোগ্য শ্রীকৃষ্ণ নন। প্রকৃতপক্ষে আমরা যা কিছুর অধিকারী শ্রীকৃষ্ণ তার সবকিছু গ্রহণের যোগ্য, যেহেতু চরমে তিনি আমাদের নিজেদের সহ সবকিছুর মালিক। তাই শ্রীকৃষ্ণকে কেবলমাত্র আচারগত পুরোডাশ নিবেদন নয় আমাদের জীবন-প্রাণ সবই প্রদান করা উচিত।

শ্লোক ৩৫

বর্ণাশ্রমকুলাপেতঃ সর্বধর্মবহিষ্কৃতঃ ।
স্বৈরবর্তী গুণৈর্হীনঃ সপর্যাং কথমর্হতি ॥ ৩৫ ॥

বর্ণ—বর্ণের; **আশ্রম**—আশ্রমের; **কুল**—কুল; **অপেতঃ**—হীন; **সর্ব**—সকল; **ধর্ম**—ধর্মীয় কর্তব্যের সূত্র; **বহিঃকৃতঃ**—বিবর্জিত; **স্বৈর**—স্বেচ্ছাচারী; **বর্তী**—ব্যবহারকারী; **গুণৈ**—গুণসমূহ; **হীনঃ**—হীন; **সপর্যাম্**—পূজা; **কথম্**—কিভাবে; **অর্হতি**—যোগ্য।

অনুবাদ

কিভাবে একজন, যে সমাজ ও পারমার্থিক আশ্রমের অথবা পারিবারিক নৈতিকতার কোন সূত্রই অনুসরণ করে না, যে সকল ধর্মীয় কর্তব্য বিবর্জিত, যে তার ইচ্ছামত আচরণ করে এবং যার কোন ভাল গুণ নেই—সে পূজার যোগ্য হবে?

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন, "প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণের কোন জাত নেই, কুল নেই, বা তাঁর কোন বর্ণাশ্রমগত ধর্মও নেই। *বেদে* উল্লেখ করা হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবানের শাস্ত্রসম্মত কোন ধর্ম, কর্তব্য কর্ম বা বৃত্তি বলে কিছু নেই। যা কিছু তাঁর করণীয় তা তাঁর বিভিন্ন শক্তি দ্বারাই সম্পাদিত হয়। কৃষ্ণ সকল শাস্ত্রীয় অনুশাসন বহির্ভূত বলে শিশুপাল পরোক্ষভাবে কৃষ্ণের প্রশংসাই করেছিল। এই কথা সত্যি, কেননা কৃষ্ণ হচ্ছেন লীলা পুরুষোত্তম ভগবান স্বয়ং। তাই তার কোন গুণ নেই কথাটির অর্থ হচ্ছে তিনি জড় গুণরহিত এবং যেহেতু তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান তাই তিনি সাধারণ প্রথা, ধর্মীয় ও সামাজিক নীতি অস্বীকার করে স্বাধীনভাবে কার্য করেন।"

শ্লোক ৩৬

যযাতিনৈষাং হি কুলং শপ্তং সদ্ভির্বহিষ্কৃতম্ ।
বৃথাপানরতং শশ্বৎ সপর্যাং কথমর্হতি ॥ ৩৬ ॥

যযাতিনা—যযাতি দ্বারা; **এষাম্**—তাদের; **হি**—বস্তুত; **কুলম্**—বংশ; **শপ্তম্**—অভিশপ্ত ছিল; **সদ্ভিঃ**—সু-ব্যবহার সম্পন্ন ব্যক্তি দ্বারা; **বহিঃকৃতম্**—সমাজ পরিত্যক্ত; **বৃথা**—বৃথা; **পান**—পান করতে; **রতম্**—আসক্ত; **শশ্বৎ**—সর্বদা; **সপর্যাম্**—পূজা; **কথম্**—কিভাবে; **অর্হতি**—তিনি যোগ্য হন।

অনুবাদ

এই সকল যাদবগণের বংশকে যযাতি অভিশাপ দিয়েছিল এবং সেই থেকে তারা সজ্জনগণ দ্বারা সমাজ পরিত্যক্ত এবং পানাসক্ত। তাহলে, কিভাবে এই কৃষ্ণ পূজার যোগ্য হতে পারে?

তাৎপর্য

শিশুপাল কিভাবে উদ্দেশ্যহীনভাবে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর যদুবংশের মহিমাকীর্তন করছিল তা প্রদর্শন করার জন্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর শিশুপালের কথার অন্তর্নিহিত অর্থ প্রদান করছেন—"যদিও যাদবগণ যযাতি দ্বারা অভিশপ্ত কিন্তু তারা মহান সাধুগণ দ্বারা এই অভিশাপ থেকে মুক্ত (*বহিঃকৃতম্*) হয়েছিলেন এবং ফলস্বরূপ তারা কার্তবীর্যের মতো ব্যক্তির দ্বারা রাজকীয় সার্বভৌম অবস্থায় উন্নত হয়েছিলেন। এইভাবে তারা পৃথিবীকে রক্ষা করে পান-মগ্ন হয়েছিলেন। এই সকল বিবেচনা করে কিভাবে যাদব প্রধান কৃষ্ণ অপ্রয়োজনীয় (*বৃথা*) পূজার যোগ্য হতে পারে? বরং তিনি ঐশ্বর্যময় পূজার যোগ্য।"

শ্লোক ৩৭

ব্রহ্মর্ষিসেবিতান্ দেশান্ হিত্বৈতেঽব্রহ্মবর্চসম্ ।
সমুদ্রং দুর্গমাশ্রিত্য বাধন্তে দস্যবঃ প্রজাঃ ॥ ৩৭ ॥

ব্রহ্ম-ঋষি—মহান ব্রাহ্মণ ঋষিগণ দ্বারা; **সেবিতান্**—কৃপাপ্রাপ্ত; **দেশান্**—দেশসমূহ (মথুরার মতো); **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **এতে**—এইসকল (যাদবগণ); **অব্রহ্ম-বার্চসম্**—যেখানে ব্রাহ্মণের নীতিসমূহ পালিত হয় না; **সমুদ্রম্**—সমুদ্র; **দুর্গম্**—দুর্গ; **আশ্রিত্য**—আশ্রয় গ্রহণ করে; **বাধন্তে**—তারা পীড়নের কারণ হয়েছিল; **দস্যবঃ**—দস্যুগণ; **প্রজাঃ**—তাদের প্রজাগণের।

অনুবাদ

এই সকল যাদবগণ সাধু ঋষিগণের পবিত্র অধিবাসস্থল পরিত্যাগ করেছিল এবং পরিবর্তে সমুদ্রের মধ্যে একটি দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল, যে স্থানে কোন ব্রাহ্মণোচিত নীতিসমূহ পালিত হয় না। সেখানে ঠিক দস্যুর মতো তারা তাদের প্রজাদের পীড়ন করেছিল।

তাৎপর্য

ব্রহ্মর্ষিসেবিতান্ দেশান্ ("সাধু ঋষিগণ দ্বারা অধিবাসি পবিত্র ভূমি") কথাটি মথুরা জেলাকে ইঙ্গিত করছে। শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "এই সভায় অগ্রপূজা লাভে কৃষ্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষরূপে নির্বাচিত হওয়ায়, শিশুপাল উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল এবং সে এমন দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো কথা বলছিল যে মনে হচ্ছিল সে তার সমস্ত সৌভাগ্যকে হারিয়ে ফেলেছে।

শ্লোক ৩৮

এবমাদীন্য ভদ্রাণি বভাষে নষ্টমঙ্গলঃ ।
নোবাচ কিঞ্চিদ্ভগবান্ যথা সিংহঃ শিবারুতম্ ॥ ৩৮ ॥

এবম্—এরূপ; **আদীনি**—এবং আরও; **অভদ্রাণি**—কর্কশ কথাসমূহ; **বভাষে**—সে বলেছিল; **নষ্ট**—নষ্ট হয়েছিল; **মঙ্গলঃ**—যার সৌভাগ্য; **ন উবাচ**—তিনি বললেন না; **কিঞ্চিৎ**—কিছু; **ভগবান্**—ভগবান; **যথা**—যেমন; **সিংহঃ**—একটি সিংহ; **শিবা**—শৃগালের; **রুতম্**—ক্রন্দন।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী বলে চললেন—] সকল সৌভাগ্য বঞ্চিত শিশুপাল এই সমস্ত এবং আরও অপমানজনক কথা বলেছিল। কিন্তু ঠিক যেমন একটি সিংহ একটি শৃগালের ক্রন্দনকে উপেক্ষা করে সেইভাবে ভগবান কিছু বললেন না।

শ্লোক ৩৯

ভগবন্নিন্দনং শ্রুত্বা দুঃসহং তৎ সভাসদঃ ।
কর্ণৌপিধায় নির্জগ্মুঃ শপন্তশ্চেদিপং রুষা ॥ ৩৯ ॥

ভগবৎ—ভগবানের; **নিন্দনম্**—নিন্দা; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **দুঃসহম্**—অসহ্য; **তৎ**—সেই; **সভা-সদঃ**—সভার সদস্যগণ; **কর্ণৌ**—তাদের কর্ণ; **পিধায়**—আচ্ছাদন পূর্বক; **নির্জগ্মু**—গমন করলেন; **শপন্তঃ**—অভিশাপ দিতে দিতে; **চেদি-পম্**—চেদিরাজ (শিশুপাল); **রুষা**—ক্রুদ্ধভাবে।

অনুবাদ

এরূপ অসহ্য ভগবৎ-নিন্দা শ্রবণ করে সভার কিছু সংখ্যক সদস্য তাদের কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন করে ক্রুদ্ধভাবে চেদি-রাজকে অভিশাপ দিতে দিতে বেরিয়ে এলেন।

শ্লোক ৪০

নিন্দাং ভগবতঃ শৃন্বন্ তৎপরস্য জনস্য বা ।
ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃ সুকৃতাচ্চ্যুতঃ ॥ ৪০ ॥

নিন্দাম্—নিন্দা; ভগবতঃ—ভগবানের; শৃন্বন্—শ্রবণ করে; তৎ—তার প্রতি; পরস্য—যে উৎসর্গীত; জনস্য—এক ব্যক্তির; বা—বা; ততঃ—সেই স্থান হতে; ন অপৈতি—গমন করে না; যঃ—যে; সঃ—সে; অপি—নিঃসন্দেহে; যাতি—যায়; অধঃ—নিম্নে; সু-কৃতাৎ—তার পুণ্য কর্মের সুফল হতে; চ্যুতঃ—চ্যুত।

অনুবাদ

যে কেউই অথবা তাঁর বিশ্বস্ত ভক্ত, যে ভগবৎ নিন্দা শ্রবণ করেও তৎক্ষণাৎ সেই স্থান ত্যাগ করতে ব্যর্থ হয়, অবশ্যই তার পুণ্য ফল থাকা সত্ত্বেও সে পতিত হবে।

শ্লোক ৪১

ততঃ পাণ্ডুসুতাঃ ক্রুদ্ধা মৎস্যকৈকয়সৃঞ্জয়াঃ ।
উদায়ুধাঃ সমুত্তস্থুঃ শিশুপালজিঘাংসবঃ ॥ ৪১ ॥

ততঃ—অতঃপর; পাণ্ডু-সুতাঃ—পাণ্ডুর পুত্রগণ; ক্রুদ্ধাঃ—ক্রুদ্ধ; মৎস্য-কৈকয়-সৃঞ্জয়াঃ—মৎস্য, কৈকয় ও সৃঞ্জয়গণ; উৎ-আয়ুধাঃ—তাদের অস্ত্রসমূহ ধারণ করে; সমুত্তস্থুঃ—দণ্ডায়মান হলেন; জিঘাংসবঃ—শিশুপালকে হত্যার আকাঙ্ক্ষায়।

অনুবাদ

তখন পাণ্ডুর পুত্রগণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন এবং মৎস্য, কৈকয় এবং সৃঞ্জয় বংশজগণের যোদ্ধাদের সঙ্গে উন্মুক্ত অস্ত্র নিয়ে তাদের আসন থেকে উত্থিত হয়ে শিশুপালকে হত্যার জন্য প্রস্তুত হলেন।

শ্লোক ৪২

ততশ্চৈদ্যস্ত্বসম্ভ্রান্তো জগৃহে খড়্গচর্মণী ।
ভৎর্সয়ন্ কৃষ্ণপক্ষীয়ান্ রাজ্ঞঃ সদসি ভারত ॥ ৪২ ॥

ততঃ—তখন; **চৈদ্যঃ**—শিশুপাল; **তু**—কিন্তু; **অসম্ভ্রান্তঃ**—অবিচলিত; **জগৃহে**—ধারণ করল; **খড়্গা**—তার তরবারি; **চর্মণী**—এবং বর্ম; **ভৎর্সয়ন্**—অপমান করতে করতে; **কৃষ্ণ**—কৃষ্ণের; **পক্ষীয়ান্**—পক্ষীয়; **রাজ্ঞঃ**—রাজাগণ; **সদসি**—সভায়; **ভারত**—হে ভরত-বংশজ।

অনুবাদ

হে ভারত, অবিচলিত, শিশুপাল তখন সমবেত সকল রাজার মধ্যে তার তরবারি ও বর্ম গ্রহণ করল এবং কৃষ্ণপক্ষীয়গণকে অপমান করতে লাগল।

শ্লোক ৪৩

তাবদুত্থায় ভগবান্ স্বান্নিবার্য স্বয়ং রুষা ।
শিরঃ ক্ষুরান্তচক্রেণ জহার পততো রিপোঃ ॥ ৪৩ ॥

তাবৎ—সেই সময়; **উত্থায়**—উঠে; **ভগবান্**—ভগবান; **স্বান্**—তাঁর নিজ ভক্তগণকে; **নিবার্য**—নিবৃত্ত করে; **স্বয়ম্**—নিজে; **রুষা**—ক্রুদ্ধভাবে; **শিরঃ**—মস্তক; **ক্ষুর**—ধারালো; **অন্ত**—যার প্রান্তদেশ; **চক্রেণ**—তাঁর চক্র দ্বারা; **জহার**—ছেদন করলেন; **পততঃ**—আক্রমণ করে; **রিপোঃ**—তার শত্রুর।

অনুবাদ

সেই সময় ভগবান উঠে তাঁর ভক্তবৃন্দকে নিবৃত্ত করলেন। তিনি তখন তাঁর তীক্ষ্ণধার সম্পন্ন চক্রকে ক্রুদ্ধভাবে প্রেরণ করলেন এবং তাঁর আক্রমনোদ্যত শত্রুর মস্তক ছেদন করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ভগবানের আচরণকে এইভাবে বর্ণনা করছেন—ভগবান কৃষ্ণ যদি কিছুই না করতেন তাহলে হয়ত সেই যজ্ঞস্থলে একটি নিষ্ঠুর যুদ্ধ ঘটত এবং এইভাবে সমগ্র অনুষ্ঠানটির পবিত্র পরিবেশ নষ্ট হয়ে তা রক্তে সিক্ত হয়ে উঠত। তাই, কৃষ্ণের স্নেহের ভক্ত যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকে রক্ষা করবার জন্য ভগবান তৎক্ষণাৎ তাঁর তীক্ষ্ণধার সম্পন্ন চক্র দিয়ে এমনভাবে শিশুপালের মস্তক ছেদন করলেন যাতে যজ্ঞস্থলে এক ফোটাও রক্ত না পড়ে।

শ্লোক ৪৪

শব্দঃ কোলাহলোঽথাসীচ্ছিশুপালে হতে মহান্ ।
তস্যানুযায়িনো ভূপা দুদ্রুবুর্জীবিতৈষিণঃ ॥ ৪৪ ॥

শব্দঃ—শব্দ; **কোলাহলঃ**—কোলাহল; **অথ**—তখন; **আসীৎ**—উঠেছিল; **শিশুপালে**—শিশুপাল; **হতে**—হত হওয়ায়; **মহান্**—বিশাল; **তস্য**—তার; **অনুযায়িনঃ**—অনুগামী; **ভূপাঃ**—রাজারা; **দুদ্রুবুঃ**—পলায়ন করল; **জীবিত**—তাদের জীবন; **এষিণঃ**—রক্ষার আশায়।

অনুবাদ

এইভাবে শিশুপাল যখন নিহত হল, ভীড়ের মধ্য থেকে এক মহা কোলাহল উঠল। সেই শোরগোলের সুযোগ গ্রহণ করে শিশুপালের সমর্থক কতিপয় রাজা সত্বর তাদের জীবনের ভয়ে সভা ত্যাগ করল।

তাৎপর্য

উপরোক্ত অনুবাদটি শ্রীল প্রভুপাদের *লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ* গ্রন্থ হতে গ্রহণ করা হয়েছে।

শ্লোক ৪৫

চৈদ্যদেহোত্থিতং জ্যোতির্বাসুদেবমুপাবিশৎ ।
পশ্যতাং সর্বভূতানামুল্কেব ভুবি খাচ্চ্যুতা ॥ ৪৫ ॥

চৈদ্য—শিশুপালের; **দেহ**—দেহ থেকে; **উত্থিতম্**—উঠে; **জ্যোতিঃ**—একটি জ্যোতি; **বাসুদেবম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **উপাবিশৎ**—প্রবেশ করল; **পশ্যতাম্**—তারা দর্শন করেছিল; **সর্ব**—সকল; **ভূতানাম্**—জীব; **উল্কা**—একটি উল্কা; **ইব**—মতো; **ভুবি**—পৃথিবীতে; **খাৎ**—আকাশ থেকে; **চ্যুতা**—পতিত।

অনুবাদ

এক জ্যোতির্ময় আলো শিশুপালের দেহ থেকে উত্থিত হল এবং সর্বসমক্ষে তা আকাশ থেকে পৃথিবীতে একটি উল্কার পতিত হওয়ার মতো শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে প্রবেশ করল।

তাৎপর্য

এই বিষয় সম্পর্কে আচার্য আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে প্রকৃতপক্ষে শিশুপাল ছিলেন ভগবানের একজন নিত্য পার্ষদ যিনি ভয়ঙ্কর অসুরের ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন। তাই অধিকাংশ নিরীক্ষণকারীর নিকট প্রতিভাত হল যে শিশুপাল ভগবান কৃষ্ণের অঙ্গজ্যোতিতে লীন হয়ে সাযুজ্য মুক্তি লাভ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে, তার জড় দেহগত কাঠামো থেকে মুক্ত হওয়ার পর শিশুপাল চিন্ময় জগতে ভগবানের কাছে প্রত্যাবর্তন করেছিল। পরবর্তী শ্লোকে বিশদভাবে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৪৬

জন্মত্রয়ানুগুণিতবৈরসংরব্ধয়া ধিয়া ।
ধ্যায়ংস্তন্ময়তাং যাতো ভাবো হি ভবকারণম্ ॥ ৪৬ ॥

জন্ম—জন্ম; **ত্রয়**—তিন; **অনুগুণিত**—যাবৎ; **বৈর**—শত্রুতা দ্বারা; **সংরব্ধয়া**—আবিষ্ট; **ধীয়া**—মানসিকতা যুক্ত; **ধ্যায়ন্**—অনুক্ষণ চিন্তা পূর্বক; **তৎ-ময়তাম্**—তাঁর সঙ্গে একত্ব; **যাতঃ**—প্রাপ্ত হয়েছিল; **ভাব**—মনোভাব; **হি**—বস্তুত; **ভব**—পুনর্জন্মের; **কারণম্**—কারণ।

অনুবাদ

তিন জন্ম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়ে শিশুপাল ভগবানের চিন্ময় ভাব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে চেতনা দ্বারাই জীবের ভবিষ্যৎ জীবন নির্ধারিত হয়।

তাৎপর্য

শিশুপাল এবং তার বন্ধু দন্তবক্র, যে কৃষ্ণের দ্বারা অষ্ট-সপ্ততিতম অধ্যায়ে নিহত হবে, পূর্বে জয় বিজয় নামক বৈকুণ্ঠের দুই দ্বাররক্ষক ছিল। একটি অপরাধের জন্য চতুঃসন কুমারগণ তাদের তিন জন্ম জড় জগতে দানব রূপে জন্মগ্রহণের অভিশাপ দিয়েছিলেন। প্রথম জন্মটি ছিল হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু রূপে, দ্বিতীয়টি জন্মটি ছিল রাবণ ও কুম্ভকর্ণ রূপে এবং তৃতীয় জন্ম ছিল শিশুপাল ও দন্তবক্র রূপে। প্রতিটি জন্মেই তারা সম্পূর্ণ রূপে ভগবানের বিরুদ্ধে শত্রুতায় মগ্ন ছিল এবং তাঁর দ্বারা নিহত হয়েছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ শিশুপালের অবস্থানকে এইভাবে বর্ণনা করছেন—"কৃষ্ণের শত্রুর ভূমিকায় কাজ করলেও শিশুপাল এক মুহূর্তের জন্যও কৃষ্ণভাবনাশূন্য ছিল না। সর্বদাই সে কৃষ্ণ চিন্তায় নিমগ্ন ছিল; এইভাবে প্রথমে ব্রহ্ম সত্তায় লীন হয়ে সে ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তি লাভ করল এবং অবশেষে শিশুপাল তার পূর্বের সেবায় অধিষ্ঠিত হল। *ভগবদ্গীতার* শিক্ষা অনুযায়ী মৃত্যুর সময়ে পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তায় কেউ নিমগ্ন হলে, জড় দেহ ত্যাগ করা মাত্র সে ভগবদ্ধামে প্রবেশ করে।

ভগবানের পার্ষদদের অভিশপ্ত হয়ে তার শত্রুরূপে এই জড় জগতে আগমনের বিশদ বর্ণনা *শ্রীমদ্ভাগবতের* তৃতীয় ও সপ্তম স্কন্ধে রয়েছে। এ সম্পর্কে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোকটি (*ভাগবত* ৭/১/৪৭) উদ্ধৃত করেছেন—

বৈরানুবন্ধতীব্রেণ ধ্যানেনাচ্যুতসাত্মতাম্ ।
নীতৌ পুনর্হরেঃ পার্শ্বং জগ্মতুর্বিষ্ণুপার্ষদৌ ॥

ভগবান বিষ্ণুর এই দুই পার্ষদ অতি দীর্ঘ কালের জন্য বিদ্বেষপূর্ণ মানসিকতাকে পালন করেছেন। এইভাবে সর্বদা কৃষ্ণকে ভাববার জন্য তারা পুনরায় ভগবানের আশ্রয় লাভ করে ভগবদ্ধামে, তাদের আলয়ে ফিরে এসেছিলেন।"

শ্লোক ৪৭

ঋত্বিগ্‌ভ্যঃ সসদস্যেভ্যো দক্ষিণাং বিপুলামদাৎ ।
সর্বান্ সম্পূজ্য বিধিবচ্চক্রেঽবভৃথমেকরাট্ ॥ ৪৭ ॥

ঋত্বিগ্‌ভ্যঃ—পুরোহিতদের; **স-সদস্যেভ্যঃ**—সভাসদগণ সহ; **দক্ষিণাম্**—শ্রদ্ধার উপহার; **বিপুলাম্**—প্রচুর; **অদাৎ**—তিনি প্রদান করলেন; **সর্বান্**—তাদের সকলকে; **সম্পূজ্য**—যথাযথরূপে পূজা করে; **বিধি-বৎ**—শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে; **চক্রে**—সম্পাদিত; **অব-ভৃথম্**—যজ্ঞকারীর শুদ্ধি স্নান এবং যজ্ঞের দ্রব্যাদির ধৌতকরণ যা এক মহাযজ্ঞের সমাপ্তি চিহ্নিত করে; **এক-রাট্**—সম্রাট, যুধিষ্ঠির।

অনুবাদ

সম্রাট যুধিষ্ঠির যজ্ঞের পুরোহিত ও সভাসদদের বেদ নির্দিষ্টভাবে সম্মান জ্ঞাপন করে উদারভাবে উপহার প্রদান করলেন। অতঃপর তিনি অবভৃথ স্নান করলেন।

শ্লোক ৪৮

সাধয়িত্বা ক্রতুং রাজ্ঞঃ কৃষ্ণো যোগেশ্বরেশ্বরঃ ।
উবাস কতিচিন্মাসান্ সুহৃদ্ভিরভিযাচিতঃ ॥ ৪৮ ॥

সাধয়িত্বা—সম্পাদনপূর্বক; **ক্রতুঃ**—সোম যজ্ঞ; **রাজ্ঞঃ**—রাজার; **কৃষ্ণ**—শ্রীকৃষ্ণ; **যোগ-ঈশ্বর**—যোগ শক্তির ঈশ্বরের; **ঈশ্বরঃ**—পরম ঈশ্বর; **উবাস**—বাস করলেন; **কতিচিৎ**—কয়েক; **মাসান্**—মাস; **সুহৃদ্ভিঃ**—তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীদের দ্বারা; **অভিযাচিতঃ**—প্রার্থনা করলেন।

অনুবাদ

এইভাবে যোগেশ্বরগণেরও ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ রাজা যুধিষ্ঠিরের হয়ে এই মহাযজ্ঞের সফল সম্পাদন করিয়েছিলেন। অতঃপর তাদের বিনীত প্রার্থনায় ভগবান তাঁর অন্তরঙ্গ সুহৃদগণের সঙ্গে সেখানে কয়েকমাস অবস্থান করলেন।

তাৎপর্য

যদিও শ্রীকৃষ্ণ ভগবান শিবের মতো যোগেশ্বরগণেরও ঈশ্বর, তবু তিনি রাজা যুধিষ্ঠিরের শুদ্ধ প্রেম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতেন। তাই ভগবান ব্যক্তিগতভাবে রাজার যজ্ঞ অনুষ্ঠান যাতে সফলভাবে সমাপ্ত হয় তার দেখভাল করেছিলেন। অতঃপর

তিনি ইন্দ্রপ্রস্থে কয়েকমাসের জন্য তাঁর প্রিয় সুহৃদগণের সঙ্গে অবস্থান করতে সম্মত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৪৯

ততোঽনুজ্ঞাপ্য রাজানমনিচ্ছন্তমপীশ্বরঃ ।
যযৌ সভার্যঃ সামাত্যঃ স্বপুরং দেবকীসুতঃ ॥ ৪৯ ॥

ততঃ—অতঃপর; **অনুজ্ঞাপ্য**—বিদায়ের প্রার্থনা পূর্বক; **রাজানম্**—রাজার; **অনিচ্ছন্তম্**—অনিচ্ছুক; **অপি**—যদিও; **ঈশ্বরঃ**—ভগবান; **যযৌ**—গমন করলেন; **সভার্যঃ**—তাঁর পত্নীগণসহ; **স-অমাত্যঃ**—এবং তাঁর মন্ত্রীগণসহ; **স্ব**—তাঁর নিজের; **পুরম্**—নগরীতে; **দেবকী-সূতঃ**—দেবকীর পুত্র।

অনুবাদ

অতঃপর ভগবান দেবকী-পুত্র, রাজার অনিচ্ছাগত অনুমোদন গ্রহণ করে তাঁর মহিষী ও মন্ত্রীগণসহ তাঁর নগরীতে প্রত্যাবর্তন করলেন।

শ্লোক ৫০

বর্ণিতং তদুপাখ্যানং ময়া তে বহুবিস্তরম্ ।
বৈকুণ্ঠবাসিনোর্জন্ম বিপ্রশাপাৎ পুনঃ পুনঃ ॥ ৫০ ॥

বর্ণিতম্—বর্ণিত হয়েছে; **তৎ**—সেই; **উপাখ্যানম্**—উপাখ্যান; **ময়া**—আমার দ্বারা; **তে**—আপনার কাছে; **বহু**—বহু; **বিস্তরম্**—বিস্তৃতভাবে; **বৈকুণ্ঠ-বাসিনোঃ**—নিত্য ভগবদ্ধামের দুই অধিবাসীর (প্রধানত, দ্বাররক্ষক জয় ও বিজয়); **জন্ম**—জাগতিক জন্ম; **বিপ্র**—ব্রাহ্মণগণের (চতুঃসন কুমার); **শাপাৎ**—অভিশাপের জন্য; **পুনঃ পুনঃ**—বারম্বার।

অনুবাদ

আমি ইতিমধ্যে আপনাকে বিস্তারিতভাবে বৈকুণ্ঠের দুই অধিবাসীর ব্রাহ্মণগণ দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে জড় জগতে বারবার জন্মগ্রহণ করার ইতিহাস বর্ণনা করেছি।

শ্লোক ৫১

রাজসূয়াবভৃথ্যেন স্নাতো রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ।
ব্রহ্মক্ষত্রসভামধ্যে শুশুভে সুররাড়িব ॥ ৫১ ॥

রাজসূয়—রাজসূয় যজ্ঞের; **অবভৃথ্যেন**—চূড়ান্ত অবভৃথ্য অনুষ্ঠান দ্বারা; **স্নাতঃ**—স্নাত; **রাজা যুধিষ্ঠিরঃ**—রাজা যুধিষ্ঠির; **ব্রহ্ম-ক্ষত্র**—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের; **সভা**—

সভার; **মধ্যে**—মধ্যে; **শুশুভে**—তিনি উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হলেন; **সুর**—দেবতাদের; **রাট্**—রাজা (ইন্দ্র); **ইব**—মতো।

অনুবাদ

সফলতার সঙ্গে রাজসূয় যজ্ঞের সমাপ্ত হওয়া যা চিহ্নিত করে সেই চূড়ান্ত অবভৃথ্য অনুষ্ঠানে শুদ্ধ হয়ে রাজা যুধিষ্ঠির সভায় সমবেত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে স্বয়ং দেবরাজের মতো শোভা পাচ্ছিলেন।

শ্লোক ৫২

রাজ্ঞা সভাজিতাঃ সর্বে সুরমানবখেচরাঃ ।
কৃষ্ণং ক্রতুং চ শংসন্তঃ স্বধামানি যযুর্মুদাঃ ॥ ৫২ ॥

রাজ্ঞা—রাজা দ্বারা; **সভাজিতাঃ**—সম্মানিত; **সর্বে**—সকল; **সুর**—দেবতা; **মানব**—মানুষ; **খেচরাঃ**—আকাশে ভ্রমণকারীরা; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **ক্রতুম্**—যজ্ঞ; **চ**—এবং; **শংসন্তঃ**—স্তুতি পূর্বক; **স্ব**—তাদের নিজেদের; **ধামানি**—রাজ্য; **যযুঃ**—গমন করলেন; **মুদা**—মুখে।

অনুবাদ

দেবতা, মানুষ এবং খেচরগণ সকলে রাজা দ্বারা যথাযথভাবে সম্মানিত হয়ে মহা যজ্ঞ ও শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি গান গাইতে গাইতে তাদের নিজ নিজ রাজ্যে সুখে গমন করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে *খেচরাঃ* শব্দটি এখানে শিবের অনুচর প্রমথগণ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে।

শ্লোক ৫৩

দুর্যোধনমৃতে পাপং কলিং কুরুকুলাময়ম্ ।
যো ন সেহে শ্রিয়ং স্ফীতাং দৃষ্ট্বা পাণ্ডুসুতস্য তাম্ ॥ ৫৩ ॥

দুর্যোধনম্—দুর্যোধন; **ঋতে**—ব্যতীত; **পাপম্**—পাপিষ্ঠ; **কলিম্**—কলিযুগের অংশসম্ভূত; **কুরু-কুল**—কুরুবংশের; **আময়ম্**—ব্যাধি; **যঃ**—যে; **ন সেহে**—সহ্য করতে পারল না; **শ্রিয়ম্**—ঐশ্বর্যসমূহ; **স্ফীতাম্**—সমৃদ্ধি; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **পাণ্ডু-সূতস্য**—পাণ্ডু পুত্রের; **তাম্**—সেই।

অনুবাদ

কলির অংশসম্ভূত ও কুরুবংশের ব্যাধি স্বরূপ পাপিষ্ঠ দুর্যোধন ব্যতীত সকলেই সন্তুষ্ট ছিল। সে পাণ্ডুপুত্রের ঐশ্বর্যের সমৃদ্ধি দর্শন করে সহ্য করতে পারল না।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন "দুর্যোধন তার পাপময় জীবনের জন্য স্বভাবে ছিল অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ এবং সমগ্র পরিবারকে ধ্বংস করবার উদ্দেশ্যে মূর্তিমান দুরারোগ্য ব্যাধিরূপে সে কুরুবংশে আবির্ভূত হয়েছিল।" শ্রীল শ্রীধর স্বামী উল্লেখ করছেন দুর্যোধন বিশুদ্ধ ধর্মীয় নীতিসমূহকে ঘৃণা করত।

শ্লোক ৫৪

য ইদং কীর্তয়েদ্বিষ্ণোঃ কর্ম চৈদ্যবধাদিকম্ ।
রাজমোক্ষং বিতানং চ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৫৪ ॥

যঃ—যিনি; **ইদম্**—এই সকল; **কীর্তয়েৎ**—কীর্তন করেন; **বিষ্ণোঃ**—শ্রীবিষ্ণুর; **কর্ম**—কার্যসমূহ; **চৈদ্য-বধ**—শিশুপালের নিধন; **আদিকম্**—এবং প্রভৃতি; **রাজ**—রাজাদের (জরাসন্ধ কর্তৃক যারা বন্দী ছিল); **মোক্ষম্**—মোক্ষ; **বিতানম্**—যজ্ঞ; **চ**—এবং; **সর্ব**—সকল; **পাপৈঃ**—পাপের ফল; **প্রমুচ্যতে**—তিনি মুক্ত হন।

অনুবাদ

যিনি শিশুপাল বধ, রাজাদের উদ্ধার এবং রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান সহ ভগবান বিষ্ণুর এই সমস্ত কার্যাবলী কীর্তন করেন তিনি সর্বপাপ থেকে মুক্ত হন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'রাজসূয় যজ্ঞে শিশুপাল উদ্ধার' নামক চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।